যায়যায়দিন

10 NOV 2012

তারিখ .....
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ .....

নতুন বছরে ২৭ কোটি বিনামূল্যের বই বিতরণ

সঙ্গে থাকছে আরো এক কোটি সহায়ক বই

এম মামুন হোসেন

আগামী (২০১৩) শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে প্রায় ২৭ কোটি বিনা মূল্যের পাঠ্যবই তুলে দেয়া হবে। একই সঙ্গে প্রথমবারের মতো প্রায় এক কোটি সহায়ক বই (বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার) দেয়া হবে বিনা মূল্যে। ইতোমধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক (ষষ্ঠ-নবম শ্রেণী) স্তরের পাঠ্যবইয়ের পাঠ্যক্রম (কারিকুলাম) পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত পাঠ্যক্রমে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ছাড়াও বাংলাদেশ বিষয়াবলি, বিশ্ব পরিচয়, নৈতিক শিক্ষা বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই এনসিটিবি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য আগামী শিক্ষাবছরে নতুন কারিকুলামে ছাপানো বই সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়া একটি চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে বলে তারা জানান। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর নতুন পাঠ্যক্রমে রচিত কিছু বইয়ে ভুল-ভ্রান্তিও পাওয়া গেছে। আর নবম ও দশম শ্রেণীর বইয়ের পাঠ্যক্রমের খসড়া অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায়। প্রতি বছর পুরনো পাণ্ডুলিপিতে বই ছাপিয়ে শিক্ষার্থীদের সময় মতো বই হাতে তুলে দেয়া যায় না। সেখানে নতুন কারিকুলামে পাঠ্যবই সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য সহজ হবে না। এছাড়া আরো আছে দেশীয় মুদ্রণকারীদের সঙ্গে এনসিটিবির দরপত্র নিয়ে বিতর্ক। সব কুল রক্ষা করে ১ জানুয়ারি 'পাঠ্যপুস্তক' উৎসবের দিন বিনা মূল্যের পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দিতে না পারলে শেষ বছরে সরকারের বিব্রতকর অবস্থায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জানা গেছে, আগামী শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের (প্রথম-পঞ্চম শ্রেণী) ২৪টি পাঠ্যবই ছাপাতে ভারতীয় তিন মুদ্রণকারীকে

বিতরণ : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বিতরণ : বই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কার্যাদেশ দেয় জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। ইদুল আজহার আগে বেসরকারি বন্দর দিয়ে মোট এক কোটি ৩৭ লাখ ৩৪ হাজার প্রাথমিকের বই এদেশে ঢুকেছে। আরো ৩ কোটি ৬ লাখ ১৯ হাজার ৯৯৩ বই ভারত থেকে আমদানির অপেক্ষায় বন্দরে আছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। এদিকে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ৭৫টি বইয়ের শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন পাঠ্যক্রমের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশে প্রচলিত সব ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যমের) শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক ৭০০ নম্বরের সাতটি বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করতে হবে। নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ, মাদ্রাসা, ইংরেজি মাধ্যমসহ সব ধারার জন্য ১৫০ নম্বরের বাংলা, ১৫০ নম্বরের ইংরেজি, ১০০ নম্বরের গণিত, ১০০ নম্বরের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ১০০ নম্বরের বিজ্ঞান, ৫০ নম্বরের পরিবেশ পরিচিতি, ৫০ নম্বরের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অর্থাৎ মোট ৭০০ নম্বরের শিক্ষাক্রম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যের নিজস্ব ধারার ৩০০ থেকে ৪০০ নম্বরের শিক্ষাক্রম থাকবে যা বিশেষ করে মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যমের ধারা অনুসারে প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে পাঠ্যক্রম বা কারিকুলাম অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক, ইবতেদায়ী (প্রথম-অষ্টম শ্রেণী) শিক্ষা সমাপনী শেষে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ মাধ্যমিক বা দাখিল (নবম ও দশম শ্রেণী) এবং একটি অংশ বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তি হতে পারবে। মাধ্যমিক স্তর শেষে ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছানুসারে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা কিংবা আলিম (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) বা কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি হতে পারবে। আবার বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর দক্ষতার বৃত্তিমূলক শিক্ষা পেরিয়ে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি হবে। পরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা অর্জনকারীরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে।

কারিকুলামে মানবিক গুণাবলি, নৈতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেমবোধ বিকাশ, সৃজনশীল ক্ষমতা, বিশ্লেষণমূলক চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ, শোনা-বলা-পড়া-লেখা দক্ষতা বৃদ্ধি, জীবনভিত্তিক গণিত চর্চা, ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি চর্চা, খেলাধুলার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

নতুন কারিকুলামে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় বাড়িয়ে ৩৫-৪০ মিনিটের স্থলে ৫০ মিনিট করার সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক ছুটি ১৪১ দিনের স্থলে ১১৬ দিন করার প্রস্তাব করেছে। এ ছাড়া এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময়সূচিতে বিরতির সময় কমিয়ে আনতে বলা হয়েছে।

পাঠ্যবই ছাপানোর সঙ্গে যুক্ত এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তা জানান, প্রতিবছরই পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা বাড়ছে। গত বছর পাঠ্যবই ছাপানো হয়েছিল প্রায় সাড়ে ২২ কোটি। এরপর বাজার স্টক (সংরক্ষিত) থেকে আরো এক থেকে দেড় কোটি বই জোগান দেয়া হয়। চলতি বছর সব স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপাতে হবে প্রায় ২৭ কোটি। এর পাশাপাশি আগামী বছর প্রায় এক কোটির ওপরে সহায়ক বই (বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার) দেয়া হবে বিনামূল্যে। অন্যদিকে আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন কারিকুলাম সব বিষয়ের পাঠ্যবই হবে সম্পূর্ণ নতুন। তবে শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত পাঠ্যবই তুলে দিতে যথা সম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, নতুন বছরে প্রায় ২৭ কোটি নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে। পাঠ্যক্রম পরিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১০ থেকে ১৫ বছর পূর্বে প্রণীত পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হচ্ছে। এরমধ্যে প্রযুক্তির ব্যাপক বিপ্লব ঘটে গেছে...